উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ১
সংখ্যা ২
এপ্রিল-জুন ২০০২

ঘাসফুল বার্তা

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে পটিয়ায় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে গত ২৭ জুন বৃহস্পতিবার পটিয়া থানাধীন লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সংস্থার নির্বাহী কমিটির সভাপতি মিসেস শাহানা আনিস গাছের চারা রোপণ করার মধ্য দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

পটিয়ায় ঘাসফুল-এর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন সংস্থার সভাপতি

ছবি : নীপু

লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গন এবং সংলগ্ন এলাকায় ঘাসফুল এবার ৫০০ ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ করে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরে উক্ত এলাকায় ঘাসফুল-এর উদ্যোগে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

এ উপলক্ষে লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ঘাসফুল-এর নির্বাহী কমিটির সভাপতি শাহানা আনিস, সহ-সভাপতি ডা. মমতাজ সুলতানা, ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমান, লাইভলীহুড সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন, সেভিংস ম্যানেজার আবেদা বেগম, শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমদ, এডভোকেসি ও পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু, লাখেরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লালমোহন চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। উভয় বিদ্যালয়ের উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃক্ষ রোপণের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে বক্তারা বলেন, কেবল পরিবেশ রক্ষা কিংবা অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা নয় পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য গাছ লাগানোর কোনো বিকল্প নেই। এ সময় উভয় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা আরো বলেন, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রতি বছরই গাছের চারা লাগানো হলেও বছর ঘুরতে সে গাছের চারা আর থাকে না।

তারা চারা গাছের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেগুলোকে বিনাশের কবল থেকে বাঁচানোর আহ্বান জানান। এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণের উপরও তারা জোর দেন।

জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে নির্বাহী পরিচালক

ঘাসফুল-এর নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার পরাণ শিশুদের উপর জাতিসংঘের বিশেষ

পৃষ্ঠা ৫-এ দেখুন

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচিতে খেলাপী ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল-এর উদ্যোগে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচিতে খেলাপী ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা বলেছেন, সমাজের উঁচু থেকে নিচু সবখানে ঋণ খেলাপী একটা দুষ্ট ক্ষত হিসেবে বিরাজমান এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খেলাপী ঋণ উদ্ধারের কোনো বিকল্প নেই। দুই দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার গত ২৯ জুন ছিল শেষ দিন। এর আগে গত ২৮ জুন শুক্রবার সকালে লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

ঘাসফুল মিলনায়তনে আয়োজিত প্রশিক্ষণের সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন কেয়ার বাংলাদেশের টেকনিক্যাল অফিসার আহমেদ ইউসুফ হারুন। তিনি খেলাপী, ঋণ খেলাপীর কারণ এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। খেলাপী ঋণ কিভাবে একটা সংস্থার দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন আধুনিক তথ্য উপাত্তসহ অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি তা প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে তুলে ধরেন।

প্রশিক্ষণে খেলাপী ঋণ পরিমাপ, ঋণ খেলাপী কমানোর কৌশল, ঋণ খেলাপী নিয়ন্ত্রণে চ্যালেঞ্জ, খেলাপী ঋণ মনিটরিং প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে মাঠ পর্যায়ে মুখোমুখি হওয়া সমস্যা সম্পর্কে জেনে নেন। প্রশিক্ষণে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কর্মরত ঘাসফুল-এর ৩৮ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

গত ২৯ জুন প্রশিক্ষণের শেষ দিনে সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমান প্রশিক্ষণার্থীদের মাঠ পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি ও সফলতা কামনা করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এর আগে প্রশিক্ষক আহমেদ ইউসুফ হারুন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

আমাদের ছেড়ে চলে গেলো কবির

মু. মিজানুর রহমান

তার নাম কবির। রুগ্ন, শীর্ণকায় দেহ। চেহারায় দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। ঘাসফুল জমির উদ্দীন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছিল সে। সংস্কৃতিমনা এই কিশোর ঘাসফুল সাংস্কৃতিক দলের সদস্যও ছিল এবং 'কথা ' নাটকে মুখ্য ভূমিকায়

পৃষ্ঠা ৩-এ দেখুন

অন্য পাতায়

সম্পাদকীয় / নিবন্ধ	৩
কেস স্টাডি	৪
ফিচার	৫
শিশু কথা	৬
সংবাদ / সংগঠন সংবাদ	২ ও ৭

সংবাদ

ঘাসফুল-এর ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তারা

মরণব্যাধি এইডস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিবেদক :

এইডস বিষয়ে পরিবহন চালকদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, মরণব্যাধি এইডস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো আত্মসচেতনতা। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল গত ২১ জুন রিক্সা ও টেম্পু চালকদের মধ্যে এইডস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পরিবহণ চালকদের এইডস ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য রাখছেন ডা: সায়েমা আক্তার

ঘাসফুল-এর প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার এতে মুখ্য আলোচক ছিলেন। বক্তব্য রাখেন লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন, মনিটরিং অফিসার সাইফুদ্দিন আহমদ, এডভোকেসি ও পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, মহামারী আকারে এইডস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা এ রোগকে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, বন্দর শহর হওয়ায় চট্টগ্রাম নানা দিক থেকে এইডসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতিদিন বিদেশি জাহাজ আসছে এবং এসব জাহাজের নাবিক ও ক্রুরা আবাসিক পতিতাদের কাছে যাচ্ছে। স্থানীয় বা দেশীয় লোকজন যখন পরবর্তীতে ঐ পতিতাদের কাছে যায় তখন তাদের থেকে এইডসে সংক্রমিত হচ্ছে।

কিভাবে এইডস রোগ ছড়ায় এবং কিভাবে ছড়ায় না প্রতিটি বিষয় পরিবহন চালকদের সামনে উপস্থাপন করেন ডা. সায়েমা আক্তার। এ রোগ থেকে বাঁচার জন্য তিনি কনডম ব্যবহার এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পরামর্শ দেন। পরিবহন চালকরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তাদের অজানা বিষয়গুলো জেনে নেন।

প্রসঙ্গত, সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইডস বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুল বিগত কয়েক বছর ধরে ওরিয়েনটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে; ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, স্থানীয় ক্লাবের সদস্য, ট্রাক চালকদের মধ্যে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। অতি শিগগির মসজিদের ইমাম ও পুনরায় ট্রাক চালকদের মধ্যে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে ঘাসফুলের।

এই ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে ৩০ জন রিক্সা ও টেম্পু-টেম্পু চালক অংশগ্রহণ করেন।

আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও চট্টগ্রামের পরিবেশ শীর্ষক মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 'আবর্জনা ব্যবস্থাপনা এবং চট্টগ্রামের পরিবেশ' শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, নগরীর অভিজাত এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো ছাড়া নগর বস্তি ও অনুন্নত এলাকাসমূহে সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনা ব্যবস্থাপনা যথাযথ নয়। ঘাসফুল-এর উদ্যোগে সংগঠনের মিলনায়তনে গত ৫ জুন আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা একথা বলেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মুক্ত আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন শাহাব উদ্দিন নীপু

সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের এডভোকেসি ও পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু। আলোচনায় অংশ নেন সাখাওয়াৎ হোসেন, ডা. সায়েমা আক্তার, তাহমিনা সুলতানা, রেহানা আকতার, হাসনেয়ারা রহমানসহ ঘাসফুল পরিবারের সদস্যরা।

শাহাব উদ্দিন নীপু তার মূল প্রবন্ধে বলেন, ৩৭ লাখ নগরবাসীর জীবনে অন্যতম প্রধান সমস্যা আবর্জনা। একজন মানুষ প্রতিদিন তিন কেজি করে আবর্জনা সৃষ্টি করে। ফলে, নগরীতে দৈনিক সাড়ে ৯ হাজার টন আবর্জনা উৎপাদিত হচ্ছে। নগরীর অভিজাত এলাকাগুলোর ময়লা-আবর্জনা নিষ্কাশনে সিটি কর্পোরেশন আন্তরিক হলেও অনুন্নত ও বস্তি এলাকায় ততটা দায়িত্বশীল নন বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, আবর্জনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যর্থতার কারণে ইউনিসেফ এখন বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় আবর্জনা নিষ্কাশনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে প্রজেক্ট প্রস্তাবনাও আহ্বান করা হয়েছে।

আলোচকরা প্রয়োজনে আইন করে হলেও নগরবাসীদের নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলতে বাধ্য করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা ডাস্টবিনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টির উপরও জোর দেন।

মাইক্রো ফিন্যান্স বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক :

মাইক্রো ফিন্যান্সের মৌলিক জ্ঞান ছাড়াই অনেক উন্নয়নকর্মী এ ক্ষেত্রে কাজ করছে এবং এতে এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চালাতে গিয়ে অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীও প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। গত ১৩ ও ১৪ জুন ঘাসফুল আয়োজিত 'বেসিক ট্রেনিং কোর্স অন মাইক্রো ফিন্যান্স প্রোগ্রাম' শীর্ষক কর্মশালায় আলোচকরা এ অভিযোগ করেছেন। এ সমস্যা দূরীকরণে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, নতুন নতুন কৌশল তৈরি এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন।

দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমন্বয় করেন কেয়ার বাংলাদেশের টেকনিক্যাল অফিসার আহমেদ ইউসুফ হারুন। নব নির্মিত ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে মাইক্রো ফিন্যান্স নিয়ে কাজ করছেন এ রকম ৩৪ জন ঘাসফুল কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা অভিন্ন সুরে বলেন, প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল একটি বিষয় হিসেবে মাইক্রো ফিন্যান্স নিয়ে কাজ করার জন্য ৬ মাস অন্তর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এতে হাল নাগাদ নীতি ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, কৌশল পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং তুলনার অবকাশ সৃষ্টি হয়।

প্রশিক্ষণে মাইক্রো ফিন্যান্সের বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি নতুন নতুন কৌশল নিয়েও আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ উন্নয়ন কর্মী সৃষ্টির এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অংশগ্রহণকারীরা। তারা এ ধরনের আরো প্রশিক্ষণ আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রশিক্ষণের শেষ দিনে প্রশিক্ষক এ ওয়াই হারুন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১, সংখ্যা ২, এপ্রিল-জুন ২০০২

সম্পাদকীয়

দেশে এখন বৃক্ষ রোপণ পক্ষ চলছে। গত ১৫ জুন থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি দেশজুড়ে চলছে তিনমাসব্যাপী বৃক্ষ রোপণ আন্দোলন। বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারী নানা উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ঘাসফুল এমসিএইচ এফপি এন্ড এফ ডব্লিউ এসোসিয়েশন সব সময় বৃক্ষ রোপণ ও বনায়নকে স্বাগত জানায়। ঘাসফুল এ লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। গত ২৭ জুন ঘাসফুল-এর উদ্যোগে পটিয়ায় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এবার ঘাসফুল ৫০০ ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ করে। স্থানীয় লাখেরা স্কুল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আসছে আমাদের। আমাদের এরিয়া অফিসের অদূরে লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গন এবং সংলগ্ন এলাকায় ঘাসফুল-এর একটা বনায়ন এলাকা রয়েছে।

বৃক্ষ আমাদের ছায়া দেয়, জীবন ধারনের অপরিহার্য উপাদান অক্সিজেন সরবরাহ করে, বায়ুমন্ডল থেকে শুষে নেয় ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড। বৃক্ষ আমাদের ফল দেয়, বনজ বৃক্ষের কাঠ আমাদের অর্থ যোগায়, ঔষধি বৃক্ষ আমাদের জীবন রক্ষাকারী নানা ঔষধ তৈরিতে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অথচ নির্বিচারে আমরা নিধন করে চলেছি এই মূল্যবান গাছ, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কেটে উজাড় করছি বনাঞ্চল। ফলে দিন দিন কমে আসছে আমাদের বনভূমির পরিমান। আর এর প্রতিফলও আমরা ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছি। অনাবৃষ্টি, বায়ু দূষণ-এসব এখন নিয়মিত হয়ে পড়ছে। সবচেয়ে ভয়ানক হলো আগামী প্রজন্মের জন্য কিছু থাকছে না। সুকান্তের কবিতা- বিশ্বকে আগামী দিনের শিশুর জন্য বাসযোগ্য করে যাওয়ার অঙ্গীকার পরিহাসে রূপ নিচ্ছে।

তাই আমাদের ভাববার সময় এসেছে। নিয়মিত বনাঞ্চল সৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক বনায়নকে অব্যাহত রাখতে হবে। প্রত্যেকে প্রতিবছর অন্তত একটি করে চারা গাছ লাগালে আমাদের শংকা রূপ নেবে স্বপ্নে। গাছ হতে পারে সবচেয়ে ভালো বন্ধু। গাছ হোক উপহারের উপকরণ। শুধু লাগানো নয় গাছের বেড়ে উঠা এবং পরিচর্যায়ও আমাদের যত্নবান হতে হবে। আসুন আমরা গাছের প্রতি যত্নবান হই। গাছ লাগাই, পরিবেশ রক্ষা করি।

.....

আমাদের জমির উদ্দিন স্কুলের ছাত্র কবির আর আমাদের মাঝে নেই। আমরা শোকাহত। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। ঘাসফুল বার্তার এই সংখ্যা কবিরের নামে উৎসর্গিত হলো।

এনজিও, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

সাখাওয়াৎ হোসেন

বাংলাদেশে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে ছোট এনজিওগুলো দরিদ্র জনসাধারণ তথা অবহেলিত মানুষদের জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন (MICRO CREDIT) এর মাধ্যমে ভাগ্য উন্নয়ন করে আসছে। আর এই কাজে এনজিওগুলো অনেকাংশে সফলতার দাবি রাখে। যদিও এনজিওরা সমাজের একটি বিশেষ স্তরের সাথে যেমন হত দরিদ্রদের সাথে কাজ করতে পুরোপুরি ইচ্ছে পোষণ করছেন না; তবুও দেশের দারিদ্র বিমোচনে বেসরকারী সংস্থা তথা এনজিও সমূহের অবদান অনস্বীকার্য।

> পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করে তবেই আর্থিক পুঁজি সরবরাহ করতে হবে। এভাবেই একজন উদ্যোক্তা তার ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে। আর এর ফলে ঐ দরিদ্র জনগোষ্ঠী দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারবে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে পুরো বাংলাদেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে আশা করা যায়।

কিন্তু এনজিওগুলো যেভাবে এগুচ্ছে তাতে কেবলমাত্র একটি পরিবারের ডাল-ভাতের অস্থায়ী সমাধান হচ্ছে। এ ধরনের ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী পথ উন্মোচন হচ্ছে না। ফলে, দরিদ্র জনগণ শুধু আশায় বুক বাঁধে-তারাও একদিন মাছ-মাংস খাবে। নিদেনপক্ষে ভালভাবে মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করবে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানও এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাকালে এই ধরনের (মাছ, মাংসের ব্যবস্থা) ইঙ্গিত দেন। তাই বাংলাদেশের ছোট বড় এনজিও সমূহের উচিত পুরানো সেই ক্ষুদ্র অর্থায়নের ধ্যান-ধারণার পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখা। এক্ষেত্রে উচিত ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা। আমাদের দেশে এনজিওগুলো ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে সাধারণত তিন হাজার হতে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই আছে মাঝারী আকারে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। যেমন- চামড়ার ব্যবসা, মনিহারী দোকান, মুদি দোকান, ফল ব্যবসায়ী, কাপড়ের ব্যবসা, ব্লক বাটিক, বুটিকসহ আরো অনেক ব্যবসা। অথচ এদেরকে যদি ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা ঋণ দেয়া যেতো তাহলে তারা আর দ্বিতীয়বার ঋণের দ্বারস্থ হতো না। কারণ তারা দীর্ঘস্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ খুঁজে পাবে এবং তাদের অনুপ্রেরণায় আরো অনেক ছোট খাট ব্যবসায়ী উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে যে, উক্ত ঋণগ্রহণকারীর ব্যবসা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে কিনা। এতে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেলে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করে তবেই আর্থিক পুঁজি সরবরাহ করতে হবে। এভাবেই একজন উদ্যোক্তা তার ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে। আর এর ফলে ঐ দরিদ্র জনগোষ্ঠী দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারবে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে পুরো বাংলাদেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে আশা করা যায়। তাই এখনই সময় বেসরকারী সংস্থা তথা এনজিও সমূহের উদ্যোক্তা উন্নয়নের দিকে সোচ্চার হয়ে দারিদ্র বিমোচনের জন্য আরও একধাপ এগিয়ে নেয়ার কাজ শুরু করা।

আমাদের ছেড়ে চলে গেলো কবির

১ম পৃষ্ঠার পর

অভিনয় করে, রাখে তার প্রতিভার স্বাক্ষর। শুধু অভিনয় নয়, চমৎকার ছবিও আঁকতে পারতো সে। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস গত ১৫ মে ঘাতক ব্যাধি নিউমোনিয়া ব্রংকাইটিস কেড়ে নেয় এই কিশোর প্রতিভা।

কবির প্রথম শ্রেণী থেকেই ঘাসফুল জমির উদ্দিন স্কুলে পড়তো। থাকতো ঢাকাইয়া রাজা মিয়া বস্তিতে। তার পরিবারও ঘাসফুলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে কবির দুইশত টাকা মাইনে নিয়ে একটি গ্যারেজে কাজ নেয়। বন্ধ হয়ে যায় তার স্কুলে যাওয়া। ঐ গ্যারেজে কাজ করার সময়ই তার শ্বাস কষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। ঘাসফুল এ সময় তার চিকিৎসার ব্যয় ভার বহন করে। অনেক বোঝানোর পর তার মা তাকে আবার স্কুলে পাঠায়। কিন্তু দারিদ্র আবার টেনে নিয়ে গেলো এই কিশোরকে গ্যারেজে। এবার সে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লো। ঘাসফুল-এর পক্ষ থেকে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় ঔষধও সে সময় সরবরাহ করা হয়।

গত ১২ মে সে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঘাসফুলের শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার আরো অবনতি হতে লাগলো। নিউমোনিয়া ব্রংকাইটিস ক্ষত বিক্ষত করে চলছে তার ফুসফুস। ১৫ মে দুপুর ১২টায় সবকিছু কেমন যেন স্তব্দ হয়ে গেল। পৃথিবীর সব মায়া মমতা ছেড়ে কবির পাড়ি জমাল পরপারে। কবির ঘাসফুলেরই একটি না ফোটা ফুল যে বড় অসময়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

ফরিদার ক্রমাগত মানুষ হয়ে উঠা

সামসুন্নাহার সুমী

ফরিদা বেগম। বয়স ১২ বছর। বেপারী পাড়ার গুলবাগ এলাকার দুবাই কলোনীতে তাদের বাসা। গত ৮ বছর ধরে তারা আছে। ২ ভাই ৩ বোনের মধ্যে তার অবস্থান ৪র্থ। বড় ভাই দারোয়ানের কাজ করে কিন্তু কোন টাকা-পয়সা সংসারে দেয় না। বড় দুই বোনের মধ্যে এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে এবং গার্মেন্টসে কাজ করে।

ফরিদার বাবা আবু কালামের দুই সংসার। ফরিদার মা সখিনা বেগম। তাদের আদি নিবাস নোয়াখালীতে, বাবা গ্রামে চাষাবাদ করতো। কিন্তু তাতে সংসার চলে না বলে পেটের দায়ে শহরে পাড়ি জমায়। এখানে এসে তার বাবা কোন রকমে রিক্সার গ্যারেজ খুলে বসে।

দুই বছর আগের ঘটনা। একদিন ফরিদা তার বাবার গ্যারেজে বসেছিল। কোন এক কাজে তাকে বসিয়ে রেখে তিনি বাইরে যান। এই সময় একজন লোক তার রিক্সার চাকার হাওয়া হয়েছে কিনা জানতে চায়। লোকটি তার বাবাকে ঘন্টাখানেক আগে রিক্সা মেরামত করতে দিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু কাজটা না করে বাইরে চলে যাওয়ায় ঐ লোকটা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। তখন ফরিদা সাহস করে রিক্সার চাকায় হাওয়া ভরে দেয়। ইতিমধ্যে তার বাবা ফিরে ফরিদাকে রিক্সার কথা জিজ্ঞেস করলে তখন সে ঘটনা খুলে বলে। কথা শুনে তার বাবা খুব খুশি হলেন। আনন্দে উদ্বেল বাবা বলেন, এখন থেকে তোকেই আমি ছেলের মতো সব কাজ শেখাবো। ছেলেদের মত মানুষ করবো।

ফরিদা বাবার গ্যারেজে কাজ করে বাবাকে সহায়তা করে ছেলের মতই

এরপর থেকেই সে রিক্সার গ্যারেজ পুরোদমে কাজে লেগে গেল। বর্তমানে সে রিক্সার সব রকমের কাজ করতে পারে। যেমন-রিক্সার চাকায় হাওয়া দেয়া, গলা তৈরি করা, রিক্সার বডি বানানো, রং করা, স্প্রিং লাগানো, কাফ লাগানো, চাকা বদলানো, বেয়ারিং লাগানো, নাট-বল্টু টাইট দেয়া ইত্যাদি। সে প্রতিদিন ৪০-৫০ টাকা নিজেই আয় করে এবং এই আয়ের টাকা সে তার বাবার হাতে তুলে দেয় এবং সংসারে সহায়তা করে।

অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে ফরিদা গ্যারেজে না গেলে গ্যারেজটাই অচল। সে শুধুমাত্র কায়িক পরিশ্রম করেই থেমে নেই। সে শ্রমের পাশাপাশি পড়ালেখাও চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ তার চিন্তা হচ্ছে শুধু কাজ করলেই হবে না বরং কিছু লেখাপড়াও দরকার সমাজে ভালভাবে বাঁচতে হলে। তাই সে প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে ভর্তি হয়েছে তারই এলাকায় রিফেক্টের রংধনু সার্কেলে। সে সার্কেলের একজন নিয়মিত সদস্য। সকাল ৮টায় সে গ্যারেজে যায় এবং ২.৩০ টার দিকে সার্কেলে চলে আসে।

সার্কেলের পড়ালেখা শেষ করে আবার ৫টায় গ্যারেজে চলে যায় বাবাকে সাহায্য করতে। পড়ালেখায় তার প্রচন্ড ঝোঁক। তার ইচ্ছা বড় হয়ে সে নিজে রিক্সার গ্যারেজের মালিক হবে। তার নিজের রিক্সা হবে। এজন্য তো তাকে অনেক পড়ালেখা শিখতে হবে। তাই সে সার্কেলে আসা কোন দিন বন্ধ করতে চায় না। এরই মধ্যে সে বর্ণ, চিহ্ন সব শিখে ফেলেছে এবং থেমে থেমে শব্দ পড়তে পারে।

কুষ্ঠ সচেতনতায় ঘাসফুল-এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ এবং চট্টগ্রাম কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে গত ৯ মে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার, চট্টগ্রাম কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের ডা. এলভিন সাহা এবং জয় উপস্থিত ঘাসফুল কর্মীদের কুষ্ঠরোগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তা নিরাময়ের দিক নির্দেশনা দেন।

এ সময় ঘাসফুলের ছাত্রীদের মাসিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা চলছিল। কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের এই সচেতনতামূলক কার্যক্রম কর্মশালায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এতে লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াৎ হোসেন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং অফিসার সাইফুদ্দিন আহমদ এবং এডভোকেসি এবং পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপুসহ ঘাসফুলের প্রায় ৭০ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

৪ গ্রহীতার বীমার দাবি পরিশোধ

ঘাসফুল এর বীমা গ্রহণকারীদের মধ্যে চার জন সদস্য যারা গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে মারা গেছেন তাদের বীমার দাবি পরিশোধ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ৪ এপ্রিল ঘাসফুল প্রকল্প অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বীমা গ্রহণকারীদের নমিনীদের প্রত্যেককে দাবিকৃত বীমার টাকা প্রদান করা হয়।

বীমা গ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে দু'জন হৃদরোগ, একজন ডায়বেটিকস এবং অপরজন কার্ডিও রেসপিরেটর ফেইলিওর-এ মারা গেছেন। এদের মধ্যে ছোটপুলের আনোয়ারা বেগম ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১, মিছি পুকুর পাড়ের মাফিয়া ১৩ মার্চ ২০০১, মতিয়ার পোলের রওশন আরা বেগম ১৮ এপ্রিল ২০০১ এবং দেওয়ান হাট এলাকার হোসনে আরা বেগম ১ জুন ২০০১ মারা যান। এদের প্রত্যেকের নমিনীকে ৫ হাজার টাকা করে বীমার দাবি পরিশোধ করা হয়েছে।

যেভাবে স্বাবলম্বী হলো রেজিয়া

শাহাব উদ্দিন নীপু

জীবনের প্রয়োজনে, স্বনির্ভর হওয়ার বাসনায়, নারীরা বেরিয়ে আসছে বাইরে। এরা খেটে খায়; শ্রমে-ঘামে গড়ে তোলে আপন সংসার। শ্রমজীবী নারীদের মতোই শ্রম দিয়ে সংসারের হাল ধরেছে রেজিয়া বেগম। রেজিয়া এখন স্বাবলম্বী। কয়েক দফায় ঋণ নিয়ে তা দিয়ে ব্যবসা করে তিনি এখন আত্মনির্ভরশীল।

রেজিয়ার স্বামী মোহাম্মদ রফিক রিক্সা চালক। ১ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ ৬ সদস্যের পরিবারের নিত্য টানাটানির মাঝে ছিল তার বসবাস। এরই মাঝে ঘাসফুল-এর সাথে পরিচয় হয় রেজিয়ার। সমিতির সদস্য হওয়ার ৬ মাস পর ঋণ পাবে- এ তথ্য উদ্দামী করে তোলে তাকে। তিনি ঘাসফুল-এর ১০৬ নং সমিতির সদস্য হন। কিছুদিন পর প্রথমে ৩ হাজার টাকা ঋণ নেন রেজিয়া। শুরু হয় তার অন্যরকম আরেক জীবন।

জীবনের নতুন এই অধ্যায়ে তিনি শুরু করেন শাড়ি ব্যবসা। বাসার আশেপাশে-মিছি পুকুর পাড়, রাজা মিয়া কলোনীসহ পশ্চিম মাদার বাড়ী এলাকায় চলতে থাকে তার শাড়ি ফেরি করা।

রেজিয়া বেগম জানান, শাড়ি প্রতি তার ১৫/২০ টাকা আয় হয়। আর দৈনিক ৬/৭ টি শাড়ি বিক্রি করতে পারেন। এভাবে যে আয় হয় তা থেকে শোধ করতে থাকেন ঋণের কিস্তি; বাকী আয় যোগ হয় স্বামীর উপার্জনের সাথে। রেজিয়া ১ম দফা ঋণ শোধের পর ইতিমধ্যে আরো তিন দফায় ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন। রেজিয়া আবারও ঘাসফুল-এ আবেদন করেছেন নতুন ঋণ গ্রহণের জন্য।

দারিদ্রের সাথে নিয়ত সংগ্রাম করে রেজিয়া খুঁজে পেয়েছে বেঁচে থাকার পথ, নতুন ঠিকানা। রেজিয়ার মতে,'ঘাসফুল আমার যাত্রা পথের দিশারী, আলোকবর্তিকা'। জীবনের দু:খ-দুর্দশা আর দারিদ্রের ঘূর্ণিপাকের জন্য তিনি দায়ী করেছেন অসচেতনতা আর শিক্ষার অভাবকে। তাইতো তিনি তার সন্তানদের আর নিরক্ষর রাখতে চান না । তার ছেলে মেয়েদের তিনি স্থানীয় জমিরুদ্দিন স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। এদের দিকে তাকিয়ে রেজিয়া এখন স্বপ্ন দেখেন। রেজিয়ার এখন স্বপ্নের দিন।

ফি চা র

পদ্মফুল সার্কেল : সংগঠিত জীবন সংগ্রাম

খালেদা খাতুন

নগরীর পশ্চিম মাদার বাড়ি রাজা মিয়া কলোনীতে 'পদ্মফুল' সার্কেলের অবস্থান। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয় পদ্মফুলের যাত্রা। রাজা মিয়া কলোনীর বাসিন্দাদের কথাবার্তায় আচার-আচরণে তখন সামান্যতম ভদ্রতাও ছিল না। কথায় ছিল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সুর। ফাতেমা নামের এক মহিলাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা বললে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'ঘাসফুল থেইকা আমাগোরে কি লাক্স সাবুন দিবনি পরিস্কার হওনের লাইগা? যান্ যান্ আমাগোর বেইল শেষ হইয়া গেছে। অহন আর ঐসব পড়া লেহা কইরা কোন লাভ নাই।

এমন অহং নিয়ে কথা বলা ফাতেমাকে রিফ্লেক্টের পরশ এমনভাবে পরিবর্তন করেছে পরবর্তীতে তারই উদ্যোগে পদ্মফুল সার্কেলে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় যা বর্তমানে তিনটি সঞ্চয় কার্যক্রমে রূপ নিয়েছে। এগুলো হলো : বয়স্কদের সঞ্চয়, বাচ্চাদের জন্য সঞ্চয়, কিশোর-কিশোরীদের সঞ্চয়। তিনটি সমিতির সঞ্চয়ের মোট টাকার পরিমাণ হচ্ছে বয়স্কদের ২৬,০০০ টাকা বাচ্চাদের ১৪,০০০ টাকা এবং কিশোর-কিশোরীদের ১২,০০০ টাকা। নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে সঞ্চিত হচ্ছে এই জমানো টাকা। এই ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরা এখন স্বপ্ন দেখেন এক সময় নিজেদের বাড়ি হবে। সবাই এক সাথে থাকবে। আর ভাড়া বাসায় থাকবে না।

ফাতেমা নামের এক মহিলাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কথা বললে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'ঘাসফুল থেইকা আমাগোরে কি লাক্স সাবুন দিবনি পরিস্কার হওনের লাইগা? যান্ যান্ আমাগোর বেইল শেষ হইয়া গেছে। অহন আর ঐসব পড়া লেহা কইরা কোন লাভ নাই। এমন অহং নিয়ে কথা বলা ফাতেমাকে রিফ্লেক্টের পরশ এমনভাবে পরিবর্তন করেছে পরবর্তীতে তারই উদ্যোগে পদ্মফুল সার্কেলে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় যা বর্তমানে তিনটি সঞ্চয় কার্যক্রমে রূপ নিয়েছে। এগুলো হলো : বয়স্কদের সঞ্চয়, বাচ্চাদের জন্য সঞ্চয়, কিশোর-কিশোরীদের সঞ্চয়।

এই অসংগঠিত মানুষগুলো সংগঠিত হয়ে সবাই মিলে নিজেদের আরো অনেক অধিকার আদায় করে নিয়েছে; যেমন-টিউব ওয়েল বসানো, বাচ্চাদের জন্য টয়লেট বসানো, ড্রেন পরিস্কার করা, রাস্তা মেরামত করা, ওয়ার্ড অফিসে যাওয়া, জুয়ার আড্ডা ভেঙ্গে দেওয়া, নিজেরা আয়মূলক কাজে নিয়োজিত হওয়া প্রভৃতি।

রিফ্লেক্টের ছোঁয়া তাদের মনোবলকে যে আরো কতটা দৃঢ় করেছে তার প্রমাণ মেলে তাদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে। কলোনীর জমিদার এর বাসিন্দাদের সবাইকে বলে দিয়েছেন, আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সবাইকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। তিনি বস্তি ভেঙ্গে ফেলবেন।

জমিদারের এমন ঘোষণায় তারা সাময়িকভাবে হতবিহ্বল হয়ে পড়লেও তাদের মনোবলকে সামান্যতমও নড়বড়ে করতে পারেনি। তারা যে কোন মূল্যে সার্কেল টিকিয়ে রাখা এবং সঞ্চয় কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেছে। এরই মধ্যে পাশের আরেক লাইনে সবাই মিলে ১০টি ঘর ভাড়া নিয়েছে এবং তারা ঠিক করেছে যে, তার একটি ঘরে সার্কেল বসবে। অন্যরাও আশে-পাশেই ঘর নিচ্ছে।

তাদের এমন দৃঢ় মনোবল বিমুগ্ধতা আনে, বিমোহিত করে, উজ্জীবিত করে কর্মে। এক সময় ছিল এদের ভেঙ্গে পড়ার, কিন্তু তারা ভেঙ্গে তো পড়েইনি বরং নতুন আশার আলো তাদেরকে আরো উজ্জীবিত করেছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে রিফ্লেক্টের ছোঁয়ায়। ইতিমধ্যে তারা গত ৫ জুন পদ্মফুল লোক কেন্দ্রকে স্থানান্তর করে মহসীনের ভাড়া ঘরে নিয়ে গেছে এবং তারা প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে লোক কেন্দ্রে উপস্থিত হচ্ছে।

ঘাসফুলের সমীক্ষা প্রতিবেদন

হতদরিদ্ররা অনুৎপাদনশীল খাতে শ্রম বিক্রি করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক :

হত দরিদ্র লোকজন মূলধনের অভাবে অনুৎপাদনশীল খাতে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। সাধারণ দরিদ্ররা একস্থানে বসবাস করলেও হত দরিদ্ররা মূলত: যাযাবর ধরনের। ফলে, এদের অবস্থার উন্নয়ন খুবই কঠিন। ঘাসফুলের কর্ম এলাকায় হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রতি পরিচালিত এক সমীক্ষায় এসব তথ্য জানা গেছে।

সমীক্ষা প্রতিবেদনে আরো বলা হয় হত দরিদ্র লোকদের কোন নির্ধারিত আয় এবং সম্পদ নেই। তাদের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের চেয়ে অনেক কম। তাই এতে প্রচলিত নীতি পরিবর্তন করে অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রায়োগিক নীতিমালা তৈরি এবং হত দরিদ্রের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং সেল গঠনের সুপারিশ করা হয়।

হত দরিদ্র লোকদের কোন নির্ধারিত আয় এবং সম্পদ নেই। তাদের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের চেয়ে অনেক কম। তাই এতে প্রচলিত নীতি পরিবর্তন করে অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রায়োগিক নীতিমালা তৈরি এবং হত দরিদ্রের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং সেল গঠনের সুপারিশ করা হয়।

সাখাওয়াৎ হোসেন, আবেদা বেগম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, গোলাপ ফেরদৌস, সাইদুর রহমান, তাজুল ইসলাম, টুটুল কুমার এবং মো: সেলিমের সহযোগিতায় সমীক্ষাটি পরিচালনা করেন সংস্থার ক্রেডিট অফিসার লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল।

এদিকে, ১২ মে ঘাসফুল কার্যালয়ে হত দরিদ্রদের নিয়ে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন লাইভলীহুড কে-অর্ডিনেটর সাখাওয়াৎ হোসেন, সেভিংস ম্যানেজার আবেদা বেগম, মনিটরিং অফিসার সাইফুদ্দিন আহমদ, ক্রেডিট অফিসার লুৎফুল কবির প্রমুখ।

উক্ত মত বিনিময় সভায় ঘাসফুল পরিচালিত জরিপে বাছাইকৃত হত দরিদ্রের মধ্যে নয় জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে কি ব্যবসা করছেন, ঋণের প্রয়োজন আছে কিনা, ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি, ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় সভায় আলোচিত হয়।

সভায় উপস্থিত হত দরিদ্রদের সপ্তাহের প্রথম দিন শনিবার সকালে ৫০০ টাকা প্রদান এবং সপ্তাহের শেষে বৃহস্পতিবার বিকালে ৫২৫ টাকা জমা দেওয়ার প্রস্তাব দিলে বেশিরভাগ সদস্যই তাতে সম্মতি জানান। এ প্রক্রিয়ায় তারা উপকৃত হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি এসব ঋণ গ্রহীতার নিয়মিত সঞ্চয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উপরও জোর দেয়া হয়।

জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে নির্বাহী পরিচালক

১ম পৃষ্ঠার পর

অধিবেশনে যোগ দিতে গত ৬ মে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। উল্লেখ্য গত ৮ থেকে ১০ মে জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ ৬০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা এতে যোগ দেন। মিসেস পরাণ রহমান চট্টগ্রাম থেকে একমাত্র প্রতিনিধি যিনি এই সম্মেলনে যোগ দেন।

১৯৭২ সালে ঘাসফুল-এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে মিসেস রহমান শিশুদের নিয়ে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি এই সংগঠনের উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন; তারই স্বীকৃতি হিসেবে তিনি জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে যোগদানের অনন্য গৌরব লাভ করেন।

ঘাসফুল সমাজের অধিকার বঞ্চিত শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে সব কাজ করে যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু ক্লাব, সেভিংস, বিতর্ক দল, সাংস্কৃতিক দল ইত্যাদি। ঘাসফুল স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সমাজের অধিকার বঞ্চিত এসব শিশু এখন আর দশটা শিশুর মতো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষা লাভ করছে।

এই সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র, অপুষ্টি, রোগব্যাধি, সংঘাত, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি থেকে শিশুদের রক্ষার বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একমত পোষণ করেন এবং জাতিসংঘসহ বিশ্ব সংস্থাগুলোকে এক যোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের আলোচনায় বক্তারা

মাতৃমৃত্যু রোধ ও শিশুর জন্মদান সকলে সচেতন হোন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল-এর আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, নিরাপদে মা হওয়া এবং সুস্থ শিশুর জন্মদানে নারী-পুরুষ সকলের এখনই সচেতন হওয়ার সময়। গর্ভ ও প্রসব জটিলতায় এখন যে প্রতি ঘন্টায় ৩ জন মায়ের মৃত্যু ঘটছে, এই সচেতনতা তা আরো কমিয়ে আনতে পারে।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের আলোচনায় স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডাঃ সায়েমা আক্তার

ঘাসফুলের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে গত ২৮ মে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে গর্ভ ও প্রসবকালীন পাঁচটি জটিল অবস্থা-রক্তস্রাব, খিঁচুনি, বিলম্বিত প্রসব, ভীষণ জ্বর, মাথা ব্যথা ও ঝাপসা দেখা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। এসব জটিলতা এড়াতে তিনি নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা, সুষম খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম, সঞ্চয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষ ধাত্রীর সাহায্য নেয়া এবং জটিল পরিস্থিতিতে হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেন।

অন্যান্যের মধ্যে সাখাওয়াৎ হোসেন, সাইফুদ্দিন আহমদ, তাহমিনা সুলতানা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, মা হওয়া নারীদের একটি শাশ্বত বিষয়। কিন্তু এ সন্ধিক্ষণটি যেন নিরাপদ হয় সে বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন উদ্যোগ আরো জোরদার করার উপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তারা এবারের নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের শ্লোগান উদ্ধৃত করে গর্ভবতী মা'কে প্রয়োজনীয় সেবার জন্য গর্ভবতী মা ও লাল পতাকা চিহ্নিত হাসপাতালে নেয়ার এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টির আহ্বান জানান। এর আগে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় আয়োজিত র‍্যালী এবং সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানেও ঘাসফুল কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছে।

দৃষ্টির বিতর্ক কর্মশালায় ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক :

দৃষ্টির আয়োজনে গত ২০ ও ২১ জুন দু'দিনব্যাপী পিএইচপি-যুগান্তর ৭ম বিতর্ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ (এ এ বি) এবং ঘাসফুল-এর সহায়তায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিভিন্ন স্কুলের ৪৩৭ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ঘাসফুল জমির উদ্দিন স্কুলের ৫ জন ছাত্রছাত্রীও অন্তর্ভূক্ত ছিল।

দৃষ্টির বিতর্ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন আনজুমান বানু লিমা। পাশে জমির উদ্দিন স্কুলের শিক্ষার্থীরা

নগরীর নানিসরাবাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় শেষ দিনে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দৃষ্টির সভানেত্রী কৃষ্টি তায়েবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শিক্ষা বিভাগের পিও আনজুমান বানু লিমা। তিনি ঘাসফুল পরিচালিত স্কুল সমূহে সুবিধা বঞ্চিত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের অবস্থা তুলে ধরেন।

মিলেনিয়াম

ফারুক আহম্মদ (সবুজ)

মিলেনিয়াম কেমন হবে—
বাংলাদেশের জন্য?
মানুষ কি মানুষ আছে?
হয়ে গেছে বন্য।
আজকে এ খুন,
কালকে ও খুন,
যেথায় সেথায় লাশ;
বাংলাদেশের মিলেনিয়াম
নকল কাজের ফূর্তি ভীষণ
পরীক্ষাতে পাশ।

(ঘাসফুল ধনিয়ালা পাড়া স্কুল, ৪র্থ শ্রেণী)

আর নয় শিশু শ্রম।
শৈশব হোক ভারমুক্ত, নিরাপদ।
শিশুর জীবন জুড়ে থাক উদ্যম।

ঘাসফুল-এর মুক্ত আলোচনায় বক্তারা

শিশুশ্রম বন্ধের আগে দারিদ্র দূরিকরণ ও শ্রমজীবী শিশুদের পুনর্বাসন করুন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

'শিশু, শৈশব ও শিশুশ্রম : প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম' শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, শিশুশ্রম বন্ধ করলেই চলবে না, তার আগে দারিদ্র দূরিকরণ করতে হবে এবং শ্রমজীবী শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। 'বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধি দিবস' উপলক্ষে গত ১২ জুন ঘাসফুল আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় বক্তারা এ কথা বলেন।

> বক্তারা বলেন, রাতারাতি শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব নয়। কেননা, কেবল জীবন ধারণের জন্যই অনেক শিশু শ্রম দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের আয়ে সংসার চলছে। তাই তারা শিশুশ্রম বন্ধ করার আগে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে রক্ষার দাবি জানান।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিশু সংগঠক শীলা মোমেন। এতে 'শিশু, শৈশব ও শিশুশ্রম : প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম' শীর্ষক ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সংস্থার এডভোকেসি ও পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু। আলোচনায় অংশ নেন লাইভলী হুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াৎ হোসেন, শিক্ষা অফিসার তাহমিনা সুলতানা, ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র শফিকুল এবং মনোয়ারা বেগম।

প্রসঙ্গত, ঘাসফুল-এর নগরীর সাতটি ওয়ার্ডে ২৩টি অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে শ্রমজীবী শিশুরাও পড়ালেখা করছে। এছাড়া, ঘাসফুল-এর প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ নগরীর ১৫টি গার্মেন্টেসে সাড়ে ৪ হাজারের বেশি কর্মীকে স্বাস্থ্য সুবিধা দিচ্ছে। এসব গার্মেন্টেসে কিছু শিশু শ্রমিক কাজ করলেও তাদেরকে ঘাসফুল ছাড়পত্র দেয়নি।

মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন, রাতারাতি শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব নয়। কেননা, কেবল জীবন ধারণের জন্যই অনেক শিশু শ্রম দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের আয়ে সংসার চলছে। তাই তারা শিশুশ্রম বন্ধ করার আগে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে রক্ষার দাবি জানান। দারিদ্র দূরিকরণ এবং শ্রমজীবী শিশুদের পুনর্বাসন ছাড়া শিশুশ্রম প্রতিরোধের দাবি অর্থহীন হবে বলে তারা মত প্রকাশ করেন। এতে প্রচলিত শিশু বিষয়ক আইন সংস্কার এবং শিশুশ্রম হ্রাস করণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন ও তার যথার্থ প্রয়োগের উপরও জোর দেয়া হয়।

এর আগে সকালে ঘাসফুল স্কুলের শ্রমজীবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমান প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। শীলা মোমেন শ্রমজীবী শিশুদের আঁকা ছবি বাছাই করে ১ম, ২য় ও ৩য়কে পুরস্কৃত করেন।

সংগঠন সংবাদ

শিক্ষা বিভাগ ঃ অ্যাটসেক বাংলাদেশ চ্যাপ্টার আয়োজিত শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে গত ১১ ও ১২ মে বিটা মিলনায়তনে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘাসফুল-এর শিক্ষা বিভাগের কর্মসূচি সংগঠক (পিও) আনজুমান বানু লিমা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, অন্যান্য আরো ২০টি সংস্থার প্রতিনিধি এতে অংশ নেয়। অ্যাটসেক বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের ট্রেনিং অফিসার সামিনা আতিক এতে প্রশিক্ষক ছিলেন। পাচার, পাচারের ধরন, কারা এর সাথে জড়িত, পাচারের নেটওয়ার্ক ও রুটস, কিভাবে তা রোধ করা যায় প্রভৃতি বিষয় এতে আলোচিত হয়।

চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষিকাদের সপ্তাহব্যাপী বেসিক ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয় ৫ থেকে ১১ জুন। নবনির্মিত ঘাসফুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে ১০ জন শিক্ষিকা অংশ নেন। বিশিষ্ট প্রশিক্ষক ফোরকান উদ্দিন এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। চতুর্থ শ্রেণীর সব বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদানের পাশাপাশি এতে মূল্যায়নও করা হয়।

শিশুদের জন্য কাজ করছে এমনই ১২টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে গঠিত এডলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সদস্যরা ১৮ জুন পাথরঘাটা ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। প্রসঙ্গত, গত ২৩ মে মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী এই ওয়ার্ডকে কিশোর-কিশোরীদের জন্য নিরাপদ ওয়ার্ডের মডেল হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। পরিদর্শক দল ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থান পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে কাজ করছে এখন। উল্লেখ্য, ঘাসফুল হলো এ ফোরামের অন্যতম উদ্যোক্তা সদস্য।

এদিকে, রিফ্লেক্ট সহায়কদের চারদিন ব্যাপী এক মনিটরিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় গত ১৭ মে থেকে ২১ মে। এতে এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের রিফ্লেক্ট কো-অর্ডিনেশন ইউনিটের (আর সি ইউ) প্রতিনিধি হিসেবে মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশন-এর এসোসিয়েট কো-অর্ডিনেটর সামিয়া আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সি ডব্লিউ এফ ডি'র ট্যাপ ট্রেইনার শফিকুল সালেহ প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

লাইভলীহুড বিভাগ ঃ লাইভলীহুড বিভাগের উদ্যোগে গত ১২ জুন পশ্চিম গোসাইলডাঙ্গা এলাকায় মতি মিয়ার স্কুলে কমিউনিটি মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। লুৎফুল কবির শিমুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ঘাসফুলের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর আগে গত ২৯ এপ্রিল মৌলভীপাড়াস্থ নাদের বাপের বাড়িতে অনুরূপ কমিউনিটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুল প্রদত্ত সেবা ও সুবিধাসহ সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম, সাফল্য-ব্যর্থতা প্রভৃতি আলোচনায় স্থান পায়।

মনিটরিং অফিসারসহ লাইভলীহুড বিভাগের ৮ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল গত ১৬ থেকে ১৯ এপ্রিল ব্যুরো টাঙ্গাইল-এ এক্সপোজার ভিজিট করেন। লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের অপর সদস্যরা হলেন সেভিংস ম্যানেজার আবেদা বেগম, সিনিয়র একাউন্টস অফিসার স্মৃতি চৌধুরী, মনিটরিং অফিসার সাইফুদ্দিন আহমদ, ঋণ কর্মকর্তা লুৎফুল কবির শিমুল, কর্মসূচি সংগঠক (পিও) সাঈদুর রহমান খান ও তাঈম-উল-আলম এবং কমিউনিটি মোবিলাইজার (সিএম) নার্গিস আরা। প্রতিনিধি দল ব্যুরো টাঙ্গাইলের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

গত ২৪ এপ্রিল এবং ১৫ মে দু'দফায় 'দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। দু'ব্যাচে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে ৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। চলতি বছরে মোট ৬ ব্যাচে ১৫০ জনকে এই প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দলের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও তা ধরে রাখার ক্ষেত্রে দলব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম বলে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেছেন।

বেপারী পাড়ায় কমিউনিটি মিটিং-এ বক্তব্য রাখছেন সাখাওয়াৎ হোসেন ছবি : ফেরদুন

'সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ গত ৮ জুন সম্পন্ন হয়। এতে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এতে সমিতির প্রয়োজনীয়তা, সদস্য নির্বাচন, সঞ্চয়, বীমা, ঋণ, খেলাপী ঋণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

'আয় বৃদ্ধি কর্মকান্ড নির্বাচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ গত ২৩ জুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ২৫ জন সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন। আত্মনির্ভরশীলতা, আয়বৃদ্ধি, পরিকল্পনা, পুঁজির সঠিক ব্যবহার, ঋণনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়। এদিকে গত ২৪ জুন সংগঠনের সভাকক্ষে সমিতির দলনেত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমিতির বিভিন্ন দিক, নেতার গুণাবলী, সমিতি পরিচালনায় সমস্যা ও সমাধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় পারিবারিক সমস্যা যাতে সমিতির কর্মকান্ডে কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে সে বিষয়ে সবার সচেতন থাকার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রশাসন বিভাগ ঃ মনিটরিং ও রিপোর্টিং অফিসার সাইফুদ্দিন আহমদ এ্যাকশন এইড আয়োজিত 'অধিকার অ্যাপ্রোচ' বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে (টিওটি) অংশগ্রহণ করেন। গত ৯ থেকে ১৬ জুন সাভারে ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ সেন্টারে (টিএআরসি) এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে নোয়াখালী এলাকায় কর্মরত 'নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'কে (এনআরডিএস) এ্যাকশন এইড-এর উন্নয়ন এলাকা (ডিএ) হিসেবে মূল্যায়নের জন্য গঠিত দলের সদস্য হিসেবে তিনি গত ৪ থেকে ৭ জুন নোয়াখালী অবস্থান করেন। এছাড়া, নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ-এর বিদেশে অবস্থানের কারণে তার প্রতিনিধি হিসেবে মনিটরিং অফিসার বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম-এর গত ২৩ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

এদিকে, 'সলিড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে ইউনিসেফ আহুত প্রজেক্ট প্রস্তাবনা তৈরির ক্ষেত্রে এ্যাকশন এইড বাংলাদেশকে ধারণাগত সহায়তা প্রদান করেছে ঘাসফুল। এ্যাকশন এইড কান্ট্রি অফিসে গত ২৮ এপ্রিল, ২ মে এবং ৬ মে আয়োজিত তিনটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার এডভোকেসি ও পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু। প্রসঙ্গত, গত ৯ মে এ বিষয়ে প্রস্তুতকৃত প্রজেক্ট প্রস্তাবনা ইউনিসেফ-এর কাছে দাখিল করা হয়েছে।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ ঃ গত মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত চারটি ধাত্রী (টিবিএ) কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩১ মার্চ ও ৯ মে'র কর্মশালায় ৫২ জন করে এবং ২ জুন ও ৩০ জুন অনুষ্ঠিত কর্মশালায় যথাক্রমে ৫১ ও ৫৩ জন ধাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

গত চার মাসে ঘাসফুলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের সহায়তায় মোট ৮৬৭টি শিশুর নিরাপদ প্রসব সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে মার্চে ২৪৩, এপ্রিলে ২১৭, মে'তে ১৭৯ এবং জুনে ২২৮ জন শিশুর জন্ম হয়।

স্থায়ী ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে গত চার মাসে ৩ হাজার ২৯৪ জনকে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করেছে ঘাসফুল। এর মধ্যে মার্চে ৮৭৯ জন, এপ্রিলে ৮৭৯ জন, মে মাসে ৬৬২ জন এবং জুনে ৮৭৪ জনকে এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। ৪ থেকে ১৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ৭ থেকে ১৩টি স্থায়ী ক্লিনিককে এ কাজে ব্যবহার করা হয়।

১৪ থেকে ৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে ৮৫১ জনকে ই পি আই টিকা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে মার্চে ২২৮, এপ্রিলে ২৫৩, মে মাসে ১৮০ এবং জুনে ১৯০ জনকে এই টিকা প্রদান করা হয়। একই সময়ে ৬৭৮ জন শিশুকে টিকা দেয়া হয়; এর মধ্যে মার্চে ১৫৮, এপ্রিলে ১৬৮, মে মাসে ২০৭ ও জুনে ১৪৬ জনকে এ টিকা দেয়া হয়।

গত চার মাসে নতুন ও পুরাতন মিলে ৪ হাজার ৩৯৯ জনকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে মার্চ মাসে ১১৩৭ জন, এপ্রিল মাসে ১১০৯ জন, মে মাসে ১০৪৭ জন এবং জুন মাসে ১১০৬ জনকে এই সুবিধা সরবরাহ করা হয়। সরবরাহকৃত জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে কনডম, পিল, ইনজেকশন, আই ইউ ডি এবং লাইগেশন।

এদিকে, এইডস বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রমে ক্লাব সদস্য, স্কুল ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রী এবং পরিবহন চালকদের মধ্যে ৩৮০ জনকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। এনায়েত বাজার সৃজনী সংসদ ক্লাবে ১০৯ জন, পোস্তার পাড় আসমা খাতুন মহিলা কলেজে ১১৭ জন, আগ্রাবাদ সরকারী কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২৪ জন এবং পরিবহন চালকদের ৩০ জনকে এই ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।

বর্ষ ১
সংখ্যা ২
এপ্রিল-জুন ২০০২

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় সম্প্রসারণে বর্ধিত হারে ঋণ দিচ্ছে ঘাসফুল

আবেদা বেগম :

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফল উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঘাসফুল অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত ৩০০ সদস্যের দলে ক্রমান্বয়ে এই ঋণ প্রদান করা হবে।

প্রসঙ্গত, ঘাসফুল সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ দান ও সঞ্চয় কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। প্রথমে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে সঞ্চয়ের পর ১ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারেন সঞ্চয়কারী। সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা এবার ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। এই ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ইতিমধ্যে ১১ জনকে ঋণ দেয়া হয়েছে।

স্বাবলম্বী জনগোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে গত বছরের শুরুতে জবস-এর সহায়তায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (ইডিবিএম) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর অধীনে ৩০০ জন উপকারভোগীকে ৬ দিনের একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে গত ১ বছর ধরে প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা তাদের কার্যক্রমে যে সাফল্য লাভ করেন বা ব্যর্থ হন তা পর্যালোচনা হয় গত ১১ ও ১২ জুন। ঘাসফুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ইডিবিএম-রিফ্রেশার্সে উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে প্রশ্নের মাধ্যমে তা জেনে নেন।

অংশগ্রহণকারীরা প্রাণবন্ত আলোচনায় নিজেদের বিদ্যমান ব্যবসায় কৌশল পরিবর্তনের দিক-নির্দেশনা লাভের পাশাপাশি সফল ব্যবসায়ীরা নিজেদের ধারণা বিস্তৃতিরও সুযোগ পান। তারা বলেন, ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা' কর্মশালার কোনো বিকল্প নেই। তারা পর্যায়ক্রমে এ ধরনের আরো কর্মশালা আয়োজনেরও আহ্বান জানান।

উপদেষ্টামন্ডলী
মিসেস শাহানা আনিস
ডেইজি মওদুদ
এম, এইচ ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
মিসেস রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
শাহাব উদ্দিন নীপু

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াৎ হোসেন
ডাঃ সায়েমা আক্তার
সাইফুদ্দিন আহমেদ

সহযোগিতায়
নাসরিন ইসলাম
ইয়াসমীন ইউসুফ
শামীম আরা নুসি
মু. মিজানুর রহমান

মেয়র ও ওয়ার্ড কমিশনারদের সাথে এডোলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরামের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক :

এডোলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-এর সাথে মতবিনিময় সভায় সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী পাথরঘাটা ওয়ার্ডকে 'কিশোর-কিশোরীদের জন্য নিরাপদ ওয়ার্ড' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

সুবিধা বঞ্চিত কিশোর কিশোরীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মত বিনিময় সভায় মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। *ছবি : জেবুন*

সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মেয়র ও ওয়ার্ড কমিশনারদের সাথে মত বিনিময় সভায় এডোলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরামের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র এ ঘোষণা দেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তনে গত ২৩ মে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেয়র, ওয়ার্ড কমিশনার ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এডোলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-এর একনিষ্ঠ সহযোগী জেসমিন সুলতানা পারু'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পাহাড়তলী এলাকার সুবিধা বঞ্চিত নাট্যদলের সদস্য কিশোরী সুমী। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন দৈনিক পূর্বকোণ-এর সহকারী সম্পাদক মুহম্মদ ইদ্রিস, উন্নয়নককর্মী মুনমুন গুলশান, স্বপ্না তালুকদার, ওয়াইএমসিএ'র সাধারণ সম্পাদক জেমস গোমেজ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র আরো বলেন, নাগরিক চাহিদার প্রতিকূলে সরকারী নানা সিদ্ধান্তের কারণে অনেক সময় অনেক জরুরি পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করা যায় না। তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন অপ্রতিরোধ্য প্রতিভার উদাহরণ টেনে বলেন, 'প্রতিভাকে ধামাচাপা দেয়া যায় না, তা বিকশিত হবেই'।

মুহম্মদ ইদ্রিস বলেন, 'পানি সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা নাগরিকরা উদ্যোগ নিতে পারি। সিটি কর্পোরেশন আমাদের সহযোগিতা করতে পারে'। তিনি আরো বলেন, ৫ লাখ লোকের জন্য দৈনিক ৪ কোটি গ্যালন পানি সরবরাহ করতো ওয়াসা, ১০ বছর পর জনসংখ্যা বেড়ে ৩৭ লাখ হলেও পানি সরবরাহ কিন্তু ৪ কোটি গ্যালনই'। এর জন্য তিনি পরিত্যক্ত পুকুর সংরক্ষণ এবং তাতে পানি ধরে রাখার উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জানান।

বক্তারা পানি সমস্যা ছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের বিনোদন সমস্যা, শিক্ষা, চলাফেরা, সন্ত্রাস, রাজনীতি ও মাদক চোরাচালানে অপব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং এগুলো বন্ধে ওয়ার্ড কমিশনারদের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগিতা কামনা করেন।

এডোলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-এর সভাপতি মো: জসিম উদ্দিন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং সাধারণ সম্পাদিকা সেলিনা আক্তার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে কবি ত্রিদিব দস্তিদার, ওয়ার্ড কমিশনার নিলুফার রহমান, অধ্যাপক আসলাম হোসেন, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াজ হায়দার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আইকো, ৪ সিডিএ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল এমসিএইচ এফপি এন্ড এফ ভল্লিউ এসোসিয়েশন, হোসেন মঞ্জিল, ডিটি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, ফোন : ৭১৪৫১৯, E-mail: ghashful @ spnetctg.com হতে প্রকাশিত।